পাঠক ফোরাম

প্রতীক্ষা

দুর্নীতিতে যে দেশ বিশ্বের সর্বশীর্ষে অবস্থান করে, সে দেশের জনগণের একটি সুন্দর, সুশীল, সুশৃঙ্খল সমাজ আশা করাটা বোধ হয় বোকামির আওতায়ই পড়ে। তারপরও এমনকি হতে পারে না কোনো দিন, যেদিন আমরা একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারবো। রাস্তাঘাটে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারবো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। যেখানে থাকবে না খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি, এসিড ছোঁড়ার মতো বীভৎস চিত্র। আইন রক্ষাকারী ও প্রয়োগকারী বাহিনীর প্রতি জনগণ ফিরে পাবে পূর্ণ আস্থা। উন্নত বিশ্বের মতো পুলিশ পথভ্রষ্ট পথচারীকে থানা হাজতের বদলে পৌঁছে দেবে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে। দেশের প্রতিটি নাগরিক ভোগ করবে তার গণতান্ত্রিক সুযোগ ও সুবিধা। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের মনে থাকবে না কোনো হিংসা-প্রতিহিংসা। সুশিক্ষার আলোকে বড় হয়ে উঠবে দেশের প্রতিটি শিশু। নিশ্চয় সেদিন আসবে। সবাই সেই দিনেরই প্রতীক্ষায়।

Manir, Port Klang, Malaysia

পার্থক্য ঃ সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও ধর্ষণকারী

ধর্ষণকারী এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও সাংসদের মানসিকতার পার্থক্য কতটুকু? ইয়াসমীনকে ধর্ষণের পর হত্যা করে ধর্ষণকারীরা তাকে পতিতা হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করেছিল। সম্প্রতি ইউএনবি'র সাংবাদিক টিপু সুলতানের হাত-পা ভেঙে দিয়ে তাকে অসাংবাদিক হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। দুঃখজনক ও ভয়াবহ সত্য হলো, এই চেষ্টাটি করেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। আর প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে সাহস সঞ্চয় করে সাবেক সাংসদ জয়নাল হাজারী মহান সংসদে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মতো একইভাবে সাংবাদিক টিপুকে অসাংবাদিক হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করছিলেন। এবং তৎকালীন মাননীয় স্পিকার ও আমাদের জনপ্রতিনিধিরা সুবোধ বালকের মতো হাজারীর অসত্য ভাষণ বিনা প্রতিবাদে বসে বসে উপভোগ করছিলেন। এ সম্পর্কিত আমার দুইটি প্রশ্ন–

১. পতিতা বা অসাংবাদিকদের (অপসাংবাদিকও হতে পারে) হত্যা বা পিটিয়ে আহত করা কি অন্যায় নয়?

২. ধর্ষণকারী এবং সাবেক প্রধান-মন্ত্রী ও তার সাংসদের মানসিকতার মধ্যে পার্থক্য কি বা কতটুকু?

অর্ক
ঢাকা

প্রসঙ্গ : আবেদন

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১ বর্ষ ৪ সংখ্যা ১৮ সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন শিরোনামে বিজ্ঞাপনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জাপান প্রবাসী মনির হোসেন (মানু)-এর মাতৃভূমি নিয়ে যে চমৎকার ভাবনার প্রকাশ করেছেন তাতে আমি সত্যিই অভিভূত। তার মত করে দেশের রাষ্ট্র, প্রশাসন, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ যদি ভাবতেন, তবে আমরা স্বর্গের রাজ্যে বাস করতাম।

তিনি চিঠিতে সরকারের ক্ষমতা পাঁচ বছর থেকে চার বছর করার যে আবেদন করেছেন তা সত্যিই যুক্তিসঙ্গত। তিনি পরিসংখান করে দেখিয়েছেন এক বছরে আমাদের বিশ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হতো। চিঠিতে পরিকল্পনা খাতে চল্লিশ হাজার কোটি টাকা খরচের বিষয়টি প্রকৃত অর্থেই আমাদের জন্য খরচ। এ প্রেক্ষিতে তিনি দুই সন্তানের যে কনসেপ্টটি তুলে ধরেছেন তা বিজ্ঞানসম্মত। এতে খরচ কমানোর পাশাপাশি জনসংখ্যাও কমতো।

তার বক্তব্য অনুযায়ী খারাপ লোকের সংখ্যা সত্যিই বেশি। খারাপ লোকদের দৌরাত্ম্যে আমাদের সমাজের হাজার হাজার ভালো মানুষগুলো কোণঠাসা হয়ে আছে। তিনি আদালতের কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন, যারা প্রকৃত খুনি তাদেরকে আদালত জামিন দিতে পারবে না। জামিন দেয়ার আগে উকিলের Bond সই নিতে হবে। যদি এমনটি করা যেতো তবে সমাজের সন্ত্রাস, নৈরাজ্য অনেক কমে যেত।

একইভাবে মিথ্যা মামলা পরিচালনার জন্য উকিলদের শাস্তির বিধানের বিষয়টি প্রকৃত অর্থেই থাকা উচিত। এর ফলে প্রশাসনিক জবাবদিহিতার স্পষ্ট প্রমাণ মিলতো। তার বক্তব্যে Free port গঠন করে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার কনসেপ্টটি সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে, জাপান থেকে বিজ্ঞাপন আকারে লেখাটি এমন একটি সময়ে প্রকাশিত হলো যখন দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। যিনি মাত্র তিন মাসের জন্য ক্ষমতায় থাকবেন। আমাদের দৈনিকগুলোতে প্রায়শই রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেগুলো অধিকাংশই ব্যক্তিস্বার্থে প্রণোদিত। মনির হোসেন (মানু)-এর মতো এমন চিঠি আমরা সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাতায়ই প্রথমবারের মতো পড়লাম। এ প্রেক্ষিতে সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে আবেদন রাখবো দৈনিক পত্রিকাগুলো এধরনের চিঠি ছাপাক আর নাই ছাপাক আপনারা এ ধরনের চিঠি পেলে অবশ্যই ছাপাবেন। তাতে দেশের মানুষ আমাদের দেশটিকে সাজানোর অনেক উপকরণ খুঁজে পাবে।

মিতা
উত্তরা, ঢাকা

বিঃ সঃ এই আবেদনটির প্রেক্ষিতে আমরা অনেকগুলো চিঠি পেয়েছি।

বঙ্গবন্ধুর ছবি

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে আইন করে বঙ্গবন্ধুর ছবির প্রতি অবমাননাকারীদের শাস্তির বিধান করেছে। এবারের নির্বাচনে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের পোস্টার ও ব্যানারে বঙ্গবন্ধুর ছবি ব্যবহার করছে। এই পোস্টারসমূহ অপবিত্র বা নোংরা স্থানে লাগানো হচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজেও নষ্ট হচ্ছে। দুষ্টুলোকেরা পোস্টার ছিঁড়ে ফেলছে। ছেড়া পোস্টার নোংরা কাজে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। এতে করে বঙ্গবন্ধুর ছবির প্রতি অহরহ অবমাননা করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু যেহেতু জাতির পিতা, তাই তার ছবি কোনো নির্দিষ্ট দলের পোস্টারে বা অন্যভাবে ব্যবহার করা আইন সিদ্ধ নয় বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করছেন। আওয়ামী লীগের উচিত যে প্রার্থী তাদের নির্বাচনী পোস্টারে বা ব্যানারে বঙ্গবন্ধুর ছবি ব্যবহার করেছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া। জাতির পিতার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা। অন্যথায় জনগণ বুঝতে বাধ্য হবে যে, বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের জাতীয় পিতা, সমগ্র জাতির পিতা নয়। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সঠিক বিবৃতি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আলী আহসান
গগনবাবু রোড, খুলনা

মুখোশের রাজনীতি

আমাদের জাতীয় রাজনীতির দিকে তাকালে দেখা যায়, কেবল মুখোশধারী ভন্ডদের বীরদর্প পদচারণা। কেউ বলে, 'রাজনীতির জন্য রাজনীতি করি।' কেউ বলে, 'রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই।' অথচ এরা করে 'ঋণ খেলাপ', 'দল বদল'। আর যেনতেনভাবে ক্ষমতায় গিয়ে বিদেশী কোম্পানিগুলো থেকে উৎকোচ নিয়ে আমাদের জাতীয় সম্পদের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে দেশের কি সর্বনাশ না করছে! আমার দেশে গরিব মানুষগুলো কি এসব জানে, বোঝে? এসব অবুঝ, নিরীহ, নির্ভেজাল মানুষগুলোকে নিয়ে কি ছিনিমিনিই না খেলে এরা! একটু ভাবলে বুক আর্তনাদে ফেটে যেতে চায়।

আরিফ আহমদ রুদ্র, সীতাকুন্ড সদর, চট্টগ্রাম

শিক্ষক সম্মানী

আমরা মুখে বলি, শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর। অথচ এই শিক্ষক শ্রেণী সমাজে যে কতটা অবহেলিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) তাদের বেতন নির্দিষ্ট সময় পান না। ফলে বেশ কষ্টেই দিন যাপন করতে হয়। শিক্ষকতার মত একটি মহৎ পেশায় এসে আর কতদিন শিক্ষকেরা এভাবে দুর্ভোগের শিকার হবেন?

জাহাঙ্গীর আলম
শহীদ স্মৃতি আদর্শ ডিগ্রি কলেজ
দিনাজপুর

আবাসিক স্কুল

খবরের কাগজ খুললেই দেখা যায় আবাসিক স্কুলের বিজ্ঞাপন। অভিভাবকরা এমন সব বাহারি বিজ্ঞাপনের চমৎকারিত্বে বিশ্বাস করে তাদের সন্তানদের ভর্তি করেন। কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পরই ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝতে পারে এসব আবাসিক স্কুলের মানহীনতা। কেবল আবাসিক সমস্যাই নয়,

টোকাই

শিক্ষা ব্যবস্থা প্রশাসনে এবং রয়েছে এসব স্কুলের ত্রুটিপূর্ণতা। এ ধরনের প্রচারণার বিরুদ্ধে কি কোনো ব্যবস্থা নেয়া যায় না?

সাইদুন
চামেলীবাগ, ঢাকা

ভালো ছবি দেখুন

চলচ্চিত্রে অশ্লীলতার জন্য প্রযোজক, পরিচালক, পরিবেশক আর কুশীলবদের দায়ী করা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দায়ী আমরা দর্শকেরা। একজন উৎপাদক যে ফসল বা পণ্যের চাহিদা দেখবেন তাই উৎপাদন করবেন। আসলে দর্শক সুস্থ চলচ্চিত্রের দিকে ঝুঁকলেই নির্মাতারা অশ্লীলতা বর্জন করতে বাধ্য হবেন। আসুন চলচ্চিত্র শিল্প রক্ষায় সুস্থ বিনোদনের ছবি দেখি এবং উৎসাহিত করি।

মোঃ স্বপন মিয়া
ধউর, উত্তরা, ঢাকা

মহাখালী-মগবাজার

প্রতিদিন তো বটেই, বিশেষভাবে প্রতি শনিবার সকালে এবং বৃহস্পতিবার বিকালে কয়েক হাজার ছেলে-মেয়ে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর যাতায়াত করে। এ সমস্ত ছেলে-মেয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ কমিউনিটি বেইজড্ হাসপাতাল কলেজে লেখাপড়া করে এবং বিভিন্ন এনজিও এবং নানান অফিসে চাকরি করে। মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে এদের যাত্রা শুরু হয় এবং ফিরে এখানে এসেই নামে। এ পথে মেয়েদের যাতায়াত প্রায় ছেলেদের সমান। পুরনো ঢাকা, মিরপুর, মোহাম্মদপুরসহ শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে এরা আসে এবং এ পথে যাতায়াত করে। এদের শতকরা নব্বই ভাগই রিকশার যাত্রী। এ পথে বাসেরও কোনো ব্যবস্থা নেই। যানজটের নামে মহাখালি থেকে মগবাজার হয়ে কাকরাইল পর্যন্ত রিকশা তুলে দেয়া হয়েছে। তাহলে এ সমস্ত ছেলে-মেয়েরা কিভাবে মহাখালী বাস স্ট্যান্ডে যাবে এবং বাড়ি ফিরে আসবে? তাই এ পথে অবিলম্বে রিকশা পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা নিন।

জাহাঙ্গীর চাকলাদার
লালবাগ, ঢাকা-১২১১

বিচারের বাণী

দুর্নীতিতে বিশ্বের শীর্ষ দেশের কলঙ্কের বোঝা যখন আমাদের মাথায়। বিচারের বাণী যখন নিভৃতে কাঁদছে। সন্ত্রাস, পেশিশক্তির দাপটে চারিদিক যখন আঁধার হয়ে আসছে। বিচার প্রত্যাশী অসহায় পুত্র-সন্তানহীন বিধবা গুলশান আরা ন্যায় বিচারের বাণী নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে ফিরে যখন ক্লান্ত। তখনই 'বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া চলছে।'
এবার আইনের ফাঁক ও নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ বন্ধ হবে। প্রকৃত দোষীরা দুষ্টচক্র ও তাদের দোসর সৈয়দপুর পৌরসভার জনৈক প্রাক্তন ওয়ার্ড কমিশনার সাজা পাবে। নিত্যদিন একশ্রেণীর টাউট- দালালদের কোর্ট-আদালত প্রাঙ্গণে ঘুরতে ফিরতে দেখা যাবে না। অসহায় বিধবা গুলশান আরার মতো ভুক্তভোগীদের জন্য নিশ্চয় এ সংবাদ আনন্দের। যাদের অর্থ-বিত্ত রয়েছে কিংবা প্রভাবশালী তারা আর বিচার কিনতে পারবে না। 'বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বচ্ছতার অভাব, আস্থার সংকট সৃষ্টি করেছে'—এ কথা আর কলাম লেখকদের লিখতে হবে না। ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ এমনকি আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, টিআই, মানবাধিকার কমিশন প্রভৃতি সংস্থা আদালত ও আদালতের একশ্রেণী কর্মচারীর সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করে থাকে এখন তা তাদের করতে হবে না। Justice is not enough, it must be belived it have been just— এখন এ দুটো কথা সহজলভ্য হবে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের উদ্যোগ দেখে বিচার ব্যবস্থা ইতিহাসে এক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

রওশন এজাজ
সৈয়দপুর-৫৩১০, নীলফামারী

একজন ফাহিমাকে বাঁচিয়ে তুলি

প্রায় সময় পত্রিকায় বিভিন্নজনকে বাঁচানোর খবর পড়ে মাঝে মাঝে খুব ব্যথিত হই। হঠাৎ করে মনটা খারাপ হয়ে উঠল। ফাহিমা হক লিনা। বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের রেডিওথেরাপি বিভাগের শুভ্র বিছানায়। সে কান্সেরে আক্রান্ত। স্কুলপড়ুয়া অষ্টম শ্রেণীর এই ফাহিমার স্বপ্ন ছিল একদিন ডাক্তার হয়ে দেশের মানুষের সেবা করার। ফাহিমা এখনও স্বপ্ন দেখে, অমিত, শুচি, টিপু সুলতানকে যদি দেশের মানুষ বাঁচিয়ে তুলতে পারে তবে সেও বেঁচে থাকবে। বাংলাদেশে অনেক বিত্তশালী আছেন, যারা ফাহিমার মতো অনেকের জীবন বাঁচাতে পারেন। দলমত নির্বিশেষে আমরা যদি এগিয়ে আসি শুধু ফাহিমা নয়, দেশের আনাচে-কানাচে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় অনেককেই আমরা বাঁচিয়ে তুলতে পারব।

যোগাযোগের ঠিকানা : মোঃ আব্দুল হক মিয়া
বিসিক অঞ্চলিক অফিস, ১৭ আগ্রাবাদ বা/এ চট্টগ্রাম

ছাত্র-রাজনীতি বন্ধ করুন

গত ৯ আগস্ট সন্ত্রাসীদের গুলিতে মুরাদনগর উপজেলার কোম্পানীগঞ্জ বদিউল আলম ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সৈয়দ হাফিজ আহম্মদ নির্মমভাবে খুন হয়েছেন। ছাত্রদের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য। কিন্তু প্রত্যেক কলেজে সংসদের নামে, ছাত্র রাজনীতির নামে একশ্রেণীর ছাত্র মাস্তানে পরিণত হয়েছে। আজ শিক্ষকদের গায়ে হাত তুলতে এমনকি খুন করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। ছাত্রনেতাদের জ্ঞানবুদ্ধি কি দেশের নীতি নির্ধারণে বা দেশ পরিচালনায় কোনো ভূমিকা রাখছে? কিছুই না। তবু তারা রাজনীতির সাথে জড়িত, রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গসংগঠন। ছাত্রদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ততার প্রধান দু'টি কারণ হলো— এক. কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যত রকম টেন্ডার হয় তাতে ভাগ বসানো এবং দুই. রাজনৈতিক দলগুলো থেকে নানাবিধ অবৈধ সুবিধা আদায়। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রদের পেশিশক্তিকে ব্যবহার করে নিজস্ব 'ফায়দা' হাসিল করছে।
জনসাধারণ ও ছাত্র-ছাত্রীদের অভিপ্রায় এবং দাবি অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গসংগঠন হিসেবে ছাত্র দলগুলো যেভাবে সম্পৃক্ত আছে তা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। চিরস্থায়ীভাবে শিক্ষাকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে। তাই জনাব প্রেসিডেন্ট, অবিলম্বে ছাত্র-রাজনীতি বাতিলের অধ্যাদেশ জারি করুন। শিক্ষাকে বাঁচান, দেশকে রাহুমুক্ত করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার সহায় হবেন।

জাহাঙ্গীর
৩ পুস্পরাজ সাহা লেন
লালবাগ, ঢাকা